যুগান্তর

গ্রেড বৈষম্য নিরসন দাবি

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আজ ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি

প্রকাশ : ১৪ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

বেতনের গ্রেড বৈষম্য নিরসনের দাবিতে দেশের ৬৬ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় পৌনে চার লাখ শিক্ষক আজ লাগাতার কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন। আজ প্রথমদিনে ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। এছাড়া কাল ৩ ঘণ্টা, বুধবার অর্ধ দিবস এবং বৃহস্পতিবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি করবেন। ২৩ অক্টোবর ঢাকায় করবেন মহাসমাবেশ। সহকারী শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ এ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি কর্মসূচিতে সমর্থন দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও বার্ষিক পরীক্ষার আগে এ কর্মসূচির কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ঐক্য পরিষদের সদস্য সচিব মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ যুগান্তরকে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামোয় সরকারি অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যাপক ব্যবধান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এবং প্রশিক্ষণ নিয়েও প্রধান শিক্ষকরা জাতীয় বেতন স্কেলের ১১তম গ্রেডে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। আর সহকারী শিক্ষকরা পাচ্ছেন ১৪তম গ্রেডে। ১৬ বছর চাকরির পর একজন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকের বেতন-ভাতার ব্যবধান হবে ২০ হাজার টাকা। বর্তমানে একজন প্রধান শিক্ষক যে স্কেলে চাকরি শুরু করেন একজন সহকারী শিক্ষক ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সে স্কেলেরও একধাপ নিচে চাকরি শেষ করেন, যা সহকারী শিক্ষক ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের জন্য চরম বৈষম্যের। এ কারণে সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণ এবং প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদাসহ ১০ম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবিতে এ কর্মবিরতি পালনে শিক্ষকরা বাধ্য হচ্ছেন। গত ৬ বছর এ দাবি নিয়ে সহকারী শিক্ষকরা দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। এর অংশ হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাব পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় তা নাকচ করেছে। তাই তারা এ কর্মসূচিতে যাচ্ছেন।

এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি রিয়াজ পারভেজ জানিয়েছেন, বর্তমানে শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় সহকারী শিক্ষকদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদ অথবা মহাজোটের দাবির প্রতি তাদের সমিতির পূর্ণ সমর্থন আছে। এ মুহূর্তে প্রধান শিক্ষক সমিতির কোনো আন্দোলন কর্মসূচি নেই। তবে ঐক্য পরিষদ বা মহাজোটের কর্মসূচি পালনে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতিভুক্ত সারা দেশের প্রধান শিক্ষকরা বাধা প্রদান করবেন না বরং নীতিগতভাবে সমর্থন করবেন। শিক্ষক নেতারা বলেন, যোগদানের সময় একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১২তম গ্রেডে ১১ হাজার ৩০০ টাকা এবং সহকারী শিক্ষকরা ১৫তম গ্রেডে ৯ হাজার ৭০০ টাকা বেতন পান। অথচ অন্যান্য সরকারি বিভাগে শিক্ষকদের চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে উপরের গ্রেড ও বেতন বেশি পাচ্ছেন। একজন প্রধান শিক্ষক যে স্কেলে চাকরি শুরু করেন একজন সহকারী শিক্ষক ও একজন পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেই স্কেলেরও ১ গ্রেড নিচে চাকরি শেষ করে থাকেন। যা সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের জন্য চরম বৈষম্য। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছেন। সরকার পক্ষ থেকে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও আজও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

১৭ নভেম্বর দেশে পঞ্চম শ্রেনির শিক্ষার্থীদের পিইসি পরীক্ষা শুরু হবে। এ পরীক্ষায় প্রায় ২৮ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পিইসি শেষ হলে শুরু হবে বার্ষিক পরীক্ষা। এ প্রসঙ্গে শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, সরকার শিক্ষকদের দাবি মেনে নিলে সব কর্মসূচি প্রত্যাহার করে তারা ক্লাসরুমে ফিরে যাবেন।